ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩ (খসড়া)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর পর্যবেক্ষণ

১৭ এপ্রিল ২০২৩

ভূমিকা

- ১৪ মার্চ ২০২৩ উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩- এর খসড়া অংশীজনের মতামতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। টিআইবি গত ২৮ মার্চ ৪১টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছে।
- এটি আলোচ্য বিষয়ে প্রকাশিত চতুর্থ খসড়া। এর আগের প্রতিটি খসড়ার ওপর টিআইবি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ মতমত দিয়েছে এবং দুই দফা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের সামনেও তা তুলে ধরা হয়েছে।
- খসড়া প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা চলমান আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবির বেশ কিছু সুপারিশ মেনে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।
- তবে এই চতুর্থ খসড়াতেও দেখা যাচ্ছে, টিআইবির বিভিন্ন প্রস্তাব মেনে নেওয়া হলেও, মূল উদ্বেগের জায়গাগুলো থেকেই গেছে। এর কতোটা অনিচ্ছাকৃত বা অনভিজ্ঞতার কারণে আর কতোটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেই প্রশ্ন করাটা এখন অবান্তর হবে না। কতোগুলো সুপারিশ মেনে নেওয়া হলো, তার চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, কোন সুপারিশগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
- তাই আজকের সংবাদ সম্মেলনে আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

নামকরণ

- উপাত্ত বলতে প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত অসংবদ্ধ তথ্যকে বুঝায়, যেগুলো সুবিন্যস্তভাবে সাজানোর পরে সেটি সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য রূপ ধারণ করলে তাকে তথ্য বলে।
- বাংলায় উপাত্ত (Data) শব্দটির একের অধিক অর্থ প্রচলিত রয়েছে এবং ভিন্ন প্রেক্ষিতে শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- উপাত্ত (Data) শব্দটি দিয়ে প্রচলিত অর্থে বাংলায় যা বুঝায়, তার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাধারণত যে উদ্দেশ্যে এই ধরনের আইন করা তার সাথে যথেষ্ট এবং পুরোপুরি সম্পর্ক নেই। কেননা সারা বিশ্বে এই ধরনের আইন করা হয় একজন জীবিত মানুষের (natural person) নানান ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information) (যেমনঃ তার নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, সর্বোপরি এমন কোনো তথ্য বা তথ্য সমষ্টি) যা দিয়ে তাকে কোনোভাবে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা যায় সেগুলোর সুরক্ষার জন্য।
- **ঝুঁকি:** আইনের শিরোনামে ‘উপাত্ত’ ব্যবহার করলে তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমস্যা সৃষ্টি করবে। আর ‘ইচ্ছে মতো’ ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকায় তা আইনটির ব্যাপক অপপ্রয়োগের সুযোগ করে দিবে।

ব্যক্তি কে? কার তথ্যের সুরক্ষা? কে নিশ্চিত করবে?

- এই ধরণের আইনের ক্ষেত্রে আন্তজার্তিকভাবে স্বীকৃত নীতি হলো কেবলমাত্র একক ব্যক্তি (জীবিত ব্যক্তি) এর আওতায় আসবে। অথচ আলোচ্য খসড়াতে 'ব্যক্তি' অর্থে একক ব্যক্তির পাশাপাশি আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা, সংস্থা, অংশীদারি কারবার, কোম্পানি, সমিতি, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকেও (statutory body)এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (২-দ)। ফলে 'উপাত্তধারী (data subject)' - ২(ঘ), নিয়ন্ত্রক - ২(ঝ), প্রক্রিয়াকারী - ২(ঠ) এবং নজরদারির জন্য প্রস্তাবিত উপাত্ত সুরক্ষা এজেন্সি (নবম অধ্যায়) মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সবাই 'ব্যক্তি' হওয়ায়, ভিন্নভিন্ন প্রেক্ষিতে সুরক্ষা এজেন্সিসহ সবাই উপাত্তধারী, প্রক্রিয়াকারী এবং নিয়ন্ত্রক হতে পারে।
- **ঝুঁকি:** কার্যত ব্যক্তির সংজ্ঞার ব্যাপকতা আলোচ্য আইনটিকে একটি অবাস্তব অবস্থানে নিয়ে গেছে। অধিকার, অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ও নজরদারির সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এমন অস্পষ্টতা ও জটিলতা তৈরি করবে যে, বর্তমান খসড়াটি বাস্তবায়ন অযোগ্য হয়ে পড়বে। পাশাপাশি এ ধরনের অস্পষ্টতা 'ইচ্ছে মতো' ব্যাখ্যা করা এবং অপব্যবহারের সুযোগ করে দিবে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের অভিজ্ঞতায় এই আশঙ্কাকে অমূলক বলে বাতিল করে দেওয়ার সুযোগ নেই।

নজরদারি

- ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার বিষয়টি নজরদারির জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি স্বাধীন কমিশন গঠনের দাবি জানানো হলেও, আলোচ্য খসড়ায় উপাত্ত সুরক্ষা এজেন্সি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার নিয়োগ দিবে সরকার (নবম অধ্যায়)। এই এজেন্সিকে আবার যে কোনো নিয়ন্ত্রক/প্রক্রিয়াকারীর নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যক্তির উপাত্তে, সার্ভারে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার এবং উপাত্ত মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া আছে। আর তদন্ত শুরু করার ক্ষেত্রে 'মহাপরিচালকের কাছে প্রতিয়মান হইলে' - এমন বিধান রেখে কার্যত আইনটির যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার বিষয়টি, সরকার নিযুক্ত এবং আবশ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এক ব্যক্তির ইচ্ছাধীন করা হয়েছে।
- **ঝুঁকি:** সরকার নিজেই যেখানে উপাত্ত (ব্যক্তিগত তথ্য) ব্যবহারকারি এবং প্রক্রিয়াকারি, সেখানে সরকার যে আইনটি যথাযথভাবে মানছে, সেটি আরেকটি সরকারি সংস্থা কীভাবে নিশ্চিত করবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।
- স্বার্থের দ্বন্দ্বের এমন নজির নতুন করে যে আশঙ্কার জন্ম দেয়, তা হলো ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো এই আইনেরও যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ হবে। ব্যক্তির তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হবে সরকারের মদদে। সরকারের মত বা অবস্থানের বিরুদ্ধে গেলে যে-কোনো সংস্থার সার্ভারে ঢুকবার, উপাত্ত মুছে ফেলার এবং উপাত্ত প্রক্রিয়া করার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে। ফলে সরকারের ব্যক্তির ওপর নজরদারির ক্ষমতা, এর অপপ্রয়োগ এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রন আরও জোরদার হবে।

উপাত্ত মজুত ও স্থানান্তর সংক্রান্ত বিধান

- আলোচ্য খসড়ায় তিন ধরনের উপাত্তের কথা বলা হয়েছে, সংবেদনশীল উপাত্ত, ব্যবহারকারী সৃষ্ট উপাত্ত ও শ্রেণিবদ্ধকৃত উপাত্ত (classified data) যা দেশের সীমানার ভিতরে মজুতের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি উপাত্ত স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপের কথা বলা হয়েছে।
- **ঝুঁকি:** দেশের সীমানার ভিতরে উপাত্ত মজুত করার বিধান রেখে কার্যত উপাত্তের উপর নজরদারির এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সরকারের হাতে রাখা হয়েছে। সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকা উপাত্ত সুরক্ষা এজেন্সির প্রচণ্ড ক্ষমতা এবং এর বিপরীতে অপব্যবহারের রোধের কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না থাকায়, আলোচ্য খসড়াটি নিশ্চিতভাবে জনগণের সংবিধানস্বীকৃত বাকস্বাধীনতা ও গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং জনগণের ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর সরকারের বিভিন্ন সংস্থার নজরদারি জোরদার হবে।
- ছোট ও মধ্যম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের জন্য উপাত্তের স্থানীয়করণ ব্যয়বহুল হওয়ায়, তারা প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়বে। পাশাপাশি সব পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ভোক্তার ব্যয়ও বাড়বে।
- নির্ভরযোগ্য গবেষণায় দেখা গেছে, উপাত্ত স্থানান্তরের ওপর কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে তার ভিত্তিতে দেশের ডিজিটাল রপ্তানি ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। প্রবৃদ্ধির হার কমতে পারে ০.৫৮ শতাংশ। পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা আছে।

কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন, ইত্যাদি

- খসড়ায় বলা হয়েছে, কোনো কোম্পানি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, কোম্পানির প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, সেই অপরাধ তাঁর অজ্ঞাতসারে হয়েছে বা অপরাধ রোধ করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।
- **ঝুঁকি:** এই ধারার মাধ্যমে ফৌজদারি আইনে অপরাধ প্রমাণের দায়সংক্রান্ত নীতির সরাসরি বিপরীত ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে, নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা সব প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমসহ দেশি বিদেশি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য আইনগত ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এবং ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগের বিধান রাখার কারণে এই ঝুঁকি কেবল আর্থিক দণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। বাংলাদেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের আওতায় সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের হয়রানির যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে উপাত্ত সুরক্ষা আইন দিয়েও তেমন কিছু করা হবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই।

ধন্যবাদ